

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

119825 - বিশেষভাবে ঈসা আলাইহিস সালামকে আকাশে তুলে নয়ো হল কনে?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শ্রেষ্ট নবী হলে ঈসা আলাইহিস সালাম এর বদলে তাঁকে আকাশে তুলে নয়ো হল না কনে? অন্য নবীদেরকে আকাশে না তুলে শুধুমাত্র ঈসা আলাইহিস সালামকে তুলে নয়ো হল কনে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাঁর রহমত ও জ্ঞান দিয়ে সবকিছুকে বেষ্টন করে আছেন। সবকিছুই তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধীন। তাঁর রয়েছে পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা, কার্যকরী ইচ্ছাশক্তি ও ব্যাপক ক্ষমতা। তিনি মানুষদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা নবী-রাসূল হিসেবে, সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী হিসেবে মনোনীত করছেন। তাঁদের মধ্যে কোন কোন নবী-রাসূলকে অন্যদের উপর বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁদের প্রত্যেককে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন। এটি সম্পূর্ণ তাঁর রহমত ও তাঁর দয়ায়। তিনি ইব্রাহিম ও মুহাম্মদ (তাঁদের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) কে খলিল (বিশেষ বন্ধু) হিসেবে গ্রহণ করছেন। প্রত্যেক নবীকে তাঁর সময়োপযোগী বিশেষ মাজাজে ও অলৌকিক ক্ষমতা দান করছেন। যাত এ মাজাজেগুলোর মাধ্যমে প্রত্যেকে নিজের কওমের লোকদের কাছে প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেন। এসব করছেন তাঁর প্রজ্ঞা ও ন্যায্যতা মতোবকে। তাঁর বধিানের সমালোচনা করার অধিকার কারো নাই। তিনি হচ্ছেন- আল-আযযি (পরাক্রমশালী), আল-লতফি (সুক্ষ্মদর্শী), আল-খাবরি (সবজান্তা)।

একভাবে কোন একটি বৈশিষ্ট্য কারো শ্রেষ্টত্ব প্রমাণ করে না। ঈসা আলাইহিস সালামকে জীবিত অবস্থায় আকাশে উঠিয়ে নয়ো আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও প্রজ্ঞার দাবী মতোবকে ঘটছে। এজন্য নয় যে, তিনি ইব্রাহিম, মুহাম্মদ, মুসা ও নূহ (তাঁদের সকলের উপর আল্লাহর রহমত ও দয়া বর্ষিত হোক) প্রমুখ রাসূলগণের চেয়ে শ্রেষ্ট। বরং এ রাসূলগণকে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দয়ো হয়েছে যে বৈশিষ্ট্যগুলোর দাবী হচ্ছে- তাঁরা ঈসা আলাইহিস সালামের চেয়ে শ্রেষ্ট।

মোটকথা, এটা আল্লাহ তাআলার ব্যাপার। তিনি যিভাবে ইচ্ছা সভোবই করেন। তাঁর কর্মের ব্যাপারে প্রশ্ন করার অধিকার

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

কারো নহে; তাঁর পরপূর্ণ জ্ঞান ও পরপূর্ণ প্রজ্ঞার কারণে। আর এ ধরণে প্রশ্নের সাথে তো কোন আমল বা আকদি সম্পৃক্ত নয়। বরং যে ব্যক্তি এ ধরণে প্রশ্ন নিয়ে ব্যতবিষস্ত হয় সে পরেশোনাতে আক্রান্ত হতে পারে, সন্দেহ-সংশয়ে পড়তে পারে। মুমনিরে কর্তব্য হচ্ছে- আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নরিদ্বিধায় মনে নেয়া। আর বান্দার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো বাস্তবায়নে সাধনা করা; সটো আকদি হোক কিংবা আমল হোক। এটাই হচ্ছে নবী-রাসূলগণের পদ্ধতি, খুলাফায় রাশদীনরে পথ এবং সুপথপ্রাপ্ত সলফে সালহীনরে রাস্তা। আল্লাহই ভাল জানেন।

আল্লাহ আমাদরেকে তাওফিক দিনি। আমাদরে নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার-পরিজন, তাঁর সাহাবীগণের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক। [সমাপ্ত]

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায, শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আফফি, শাইখ আব্দুল্লাহ বনি গাদইয়ান, শাইখ আব্দুল্লাহ বনি কুয়ূদ।

আল্লাহই ভাল জানেন।